বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

প্রথম বার্ষিক বিবরণী। (১৩০১)

কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি কর্ত্তৃক

২/২নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা,

পটলডাঙ্গা, ৬নং কলেজ-স্কোয়ার, সাম্যযন্ত্রে,

শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০২।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রথম বার্ষিক বিবরণী।

কিঞ্চিদূন দুই বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ ১৮৯৩ অব্দের জুলাই মাসের ২৩ শে তারিখে, কলিকাতা শোভাবাজারে রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত মহারাজ-কুমার বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুরের ২/২ নম্বর ভবনে বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচার নামে একটী সভা স্থাপিত হয়।

সূচনা।

একদিকে ইংরাজি সাহিত্যের, এবং অন্যদিকে সংস্কৃত সাহিত্যের সাহায্য অবলম্বন পূর্ব্বক বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি ও বিস্তার সাধন, সেই সভার উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমতঃ প্রতি রবিবার একাডেমি অব্ লিটারেচারের অধিবেশন হইত। তাহার পর পনর দিবস অন্তর সেই সভার অধিবেশন হইতে লাগিল। সেই সভার কার্য্যবিবরণাদি ইংরাজি ভাষাতে লিপিবদ্ধ হইত, এবং দি বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচার নামক মাসিক পত্রিকাখানির অধিকাংশ ইংরাজিতেই লিখিত হইত। একাডেমি অব্ লিটারেচারের কার্য্যকলাপে এইরূপ ইংরাজি-বহুলতা দেখিয়া কতিপয় সভ্য আপত্তি করেন, এবং জাতীয়-সাহিত্যানুরাগী কোন কোন ব্যক্তি প্রতিবাদও করিতে থাকেন। একাডেমি অব্ লিটারেচার এই নাম সম্বন্ধেও অনেক আপত্তি-সূচক কথা উপস্থিত হয়। এই হেতু শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যাল এম, এ, সি, এস্ মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে একাডেমি অব লিটারেচারের প্রতিশব্দ স্বরূপ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ নাম পরিগৃহীত হয়। তন্নিমিত্ত সভার পত্রিকাখানি দি বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচার ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, এই উভয় আখ্যায় আখ্যাত হইয়া বাহির হইতে থাকে। ফল কথা, ইংরাজি-বহুলতার নিমিত্ত আপত্তি দিন দিন বৃদ্ধি হওয়ায়, এবং দেশীয় ভাবে দেশীয় সাহিত্যালোচনার আবশ্যকতা ক্রমশঃ বুঝিতে পারায়, বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচারকে পুনর্গঠিত করিয়া নূতন

ভিত্তির উপর স্থাপিত করিতে অনেকে ইচ্ছুক হইয়া উঠেন। এই স্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, মিষ্টার এল লিওটার্ড ও শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচার স্থাপিত করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি পক্ষে একটি সুমহৎ উদ্যোগের সূচনা করেন। এই নিমিত্ত এই দুই জনের নিকট আমাদিগের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা বিধেয়।

যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত সভ্যগণ পূর্ব্বোক্ত স্থানে ১৩০১ সালের ১৭ই বৈশাখ রবিবার অপরাহ্নে পূর্ব্বোল্লিখিত বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচার, বর্ত্তমান ভিত্তির উপর পুনর্গঠিত করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ নামে

পরিষদ সংগঠন। অভিহিত করেন। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস সি, আই, ই, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম, এ, বি, এল, এবং শ্রীযুক্ত মহারাজ-কুমার বিনয়-কৃষ্ণ বাহাদুর এই পুনর্গঠন কার্য্যে বিশিষ্টরূপ সাহায্য করায় পরিষদ তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন। ফলতঃ ঐ ১৭ই বৈশাখের অধিবেশনকেই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রথম অধিবেশন বলিতে হইবে। পরিষদ মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, এস্, সি, আই, ই মহাশয়কে ইহার সভাপতি, শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়দিগকে সহকারী সভাপতি, এবং শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও মিষ্টার এল লিওটার্ডকে সম্পাদক-পদে নিযুক্ত করেন।

পরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনে শ্রীযুক্ত মহারাজ-কুমার বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত, শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল, এবং

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি। শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু এই ছয় জনকে লইয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হয়। এতদ্ভিন্ন সভাপতি, সহকারী সভাপতিদ্বয়, এবং সম্পাদকদ্বয়কেও কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অতিরিক্ত সভ্যরূপে পরিগণিত করা হয়। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি মিষ্টার এল লিওটার্ডকে ধনরক্ষক, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্তকে পরিষদের পত্রিকা-সম্পাদক, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে পত্রিকার সহকারী সম্পাদক, এবং শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ তালুকদারকে গ্রন্থরক্ষক-পদে নিযুক্ত করেন। তদ্ভিন্ন গ্রন্থরক্ষক, ধনরক্ষক, সম্পাদক ও পত্রিকা-সম্পাদকের কর্ত্তব্য কার্য্য নির্দ্ধারিত করিয়া দেন, এবং বিল সংগ্রহকার

নিযুক্ত করিয়া সভ্যদিগের নিকট চাঁদা আদায়ের ব্যবস্থা করেন। ফলতঃ পরিষদের সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপ সম্পন্ন করিবার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভা কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। অল্পদিন হইল শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সংস্রব ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার স্থানে আজিও কোন ব্যক্তিকে গ্রহণ করা হয় নাই।

পরিষদের তৃতীয় অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত পরিভাষা সম্বন্ধে যে প্রস্তাব উপাপিত করেন, তদনুসারে বিজ্ঞান, ভূগোল, গণিত প্রভৃতি বিষয়ের পারিভাষিক শব্দ প্রণয়ন করিবার নিমিত্ত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বি, এল, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত, মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, ডি, এল, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম, এ, শ্রীযুক্ত সারদারঞ্জন রায় এম, এ, এবং শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী এম, এ এই সাত জনকে লইয়া একটি পারিভাষিক সমিতি সংগঠিত করা হয়। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য পারিভাষিক সমিতির সভাপতি, এবং শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদক নিযুক্ত হয়েন। পারিভাষিক সমিতি আপাততঃ ভৌগোলিক পরিভাষা প্রণয়নে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন।

পারিভাষিক সমিতি।

এই পর্য্যন্ত পরিষদের নয়টি অধিবেশন হইয়াছে। মাসিক অধিবেশন ভিন্ন কোন বিশেষ অধিবেশন হয় নাই। প্রথমতঃ কয়েক মাস ইংরাজি মাস ধরিয়া প্রতি মাসের শেষ বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী রবিবারে পরিষদের অধিবেশন হইত। বিগত কার্ত্তিক মাস হইতে বাঙ্গালা মাস ধরিয়া অধিবেশন হইয়া আসিতেছে। পরিষদের প্রতি অধিবেশনেই আলোচনার নিমিত্ত দুই তিনটি করিয়া নূতন প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছে। কোন অধিবেশনেই উপস্থিত সভ্য সংখ্যা চৌত্রিশ জনের অধিক, এবং আঠার জনের কম হয় নাই।

পরিষদের অধিবেশন।

এই পর্য্যন্ত কার্য্যনির্ব্বাহক সভার পনরটি অধিবেশন হইয়াছে। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশনে উপস্থিত সভ্য সংখ্যা আট জনের অধিক, এবং পাঁচজনের কম হয় নাই। কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি প্রতি অধিবেশনের কর্ত্তব্য কার্য্যগুলি যত্ন সহকারে সম্পাদিত করিয়াছেন।

কার্য্য নির্ব্বাহক সভার অধিবেশন।

পরিষদ যে প্রস্তাব মীমাংসার ভার কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির প্রতি অর্পণ করিয়াছেন, কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি অবিলম্বে অধিবেশন আহূত করিয়া তাহা মীমাংসা করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন।

পারিভাষিক সমিতির অধিবেশন।

এই পর্য্যন্ত পারিভাষিক সমিতির তিনটি বই অধিবেশন হয় নাই। সমিতির সভাপতি তিনটি অধিবেশনের ভিতর একটিতে উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। ইহার তিনটি অধিবেশনেই ভৌগোলিক পরিভাষার আলোচনা হইয়াছে।

পরিষদ পত্রিকা।

এই পর্য্যন্ত পরিষদের পত্রিকা তিন সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। উহা প্রতি তিন মাসে প্রকাশিত হইয়া থাকে। পরিষদ-পত্রিকার প্রথম সংখ্যা শ্রাবণ মাসে, দ্বিতীয় সংখ্যা কার্ত্তিক মাসে, এবং তৃতীয় সংখ্যা মাঘ মাসে বাহির হইয়াছে। পত্রিকা রয়েল ফর্ম্মার আট পৃষ্ঠাকারে প্রকাশিত হয়। পত্রিকার কলেবর প্রথম সংখ্যায় আট ফর্ম্মা; এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যায় সাড়ে দশ ফর্ম্মা হইয়াছে। পত্রিকার প্রত্যেক সংখ্যাতেই প্রবন্ধ ভিন্ন পরিষদের কার্য্যবিবরণ ও সভ্যের তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রিকাকে আরও বর্দ্ধিত-কলেবরে প্রকাশ করিতে পরিষদের একান্ত ইচ্ছা আছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা প্রচলনের উদ্যোগ।

পরিষদের চতুর্থ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল, ও শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর পরীক্ষায় বাঙ্গালা প্রচলনের উদ্যোগার্থ দুইটি প্রস্তাব করেন। প্রথম প্রস্তাবটির উদ্দেশ্য,—প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত সাহিত্য ব্যতীত ভূগোল ও গণিতাদি বিষয় বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হউক। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্তের প্রস্তাবটির উদ্দেশ্য,—এল, এ, ও বি, এ, পরীক্ষায় সংস্কৃত ভাষালোচনার সহিত বাঙ্গালা ভাষালোচনারও ব্যবস্থা থাকুক। পরিষদ এই বিষয় আলোচনার ভার মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, ডি, এল, শ্রীযুক্ত নন্দকৃষ্ণ বসু এম, এ, সি, এস, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল, এবং শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পাঁচ জনের প্রতি অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহারা অনুকূল ও প্রতিকূল পক্ষ আলোচনা করিয়া কি উপায়ে প্রস্তাব দুইটি

কার্য্যে পরিণত হইতে পারে, তাহা নির্দ্দেশ করিলে পরিষদ এই বিষয়ে যথা-কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আনন্দের বিষয় যে, তাঁহারা প্রস্তাব দুইটি সম্বন্ধে ইতিমধ্যে দেশের সুশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের মতামত সংগ্রহ করিয়াছেন। মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই কার্য্যে যেরূপ উৎসাহ ও অনুরাগ দেখাইতেছেন, তন্নিমিত্ত পরিষদ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ না হইয়া থাকিতে পারেন না। ফলতঃ তিনি পরিষদকে যেরূপ অনুরাগ-চক্ষে দেখিয়া থাকেন, ইঁহার উন্নতির জন্য যেরূপ যত্ন প্রকাশ করেন, তজ্জন্য পরিষদ তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

যতীন্দ্রনাথ পুরস্কার।

পরিষদের অষ্টম অধিবেশনে অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল, বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ-লেখককে পাঁচ শত টাকা, এবং প্রাচীন ও নব্য ন্যায় বিষয়ে প্রবন্ধ-লেখককে আড়াই শত টাকা পুরস্কার প্রদান করিতে কৃতসংকল্প হইয়া এই বিষয়ে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের ভার পরিষদের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। পরিষদ পুরস্কার-দাতাকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক অতীব আনন্দের সহিত এই ভার গ্রহণ করিয়া প্রবন্ধ নির্ব্বাচনের নিমিত্ত পরীক্ষক নিয়োগাদি কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতেছেন। দাতার নামানুসারে এই পুরস্কার যতীন্দ্রনাথ পুরস্কার নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

কীর্ত্তিবাসী রামায়ণ।

বাঙ্গালার অক্ষয়-কীর্ত্তি কবি কৃত্তিবাস প্রণীত রামায়ণের একটি বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ করিতে পরিষদ কৃতসংকল্প হইয়াছেন। এই কারণ পরিষদ নানা স্থান হইতে নানা উপায়ে রামায়ণের পুঁথি ও প্রাচীন মুদ্রিত পুস্তক সকল সংগ্রহ করিতেছেন। বিভিন্ন সময়ের লিখিত অনেকগুলি পুঁথিও সংগৃহীত হইয়াছে,—কিন্তু আশানুরূপ সংগৃহীত হয় নাই। পুঁথি আশানুরূপ সংগৃহীত হইলে পরিষদ রামায়ণ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল, কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রকাশে পরিশ্রম করায় পরিষদ তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

পরিষদের পঞ্চম অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল, ও শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত যে সকল সারগর্ভ প্রাচীন বাঙ্গালা

পুঁথি সংগ্রহ।

পুঁথি বা পাণ্ডুলিপি কীটদষ্ট হইয়া নষ্ট হইতেছে, সেই সকল সংগৃহীত করিয়া রক্ষা করা এবং সুবিধা মত প্রকাশিত করা পরিষদের পক্ষে একান্ত আবশ্যক বিবেচনায় প্রস্তাব উপস্থিত করেন। এসিয়াটিক সোসাইটি নামক সভা যেমন বহুসংখ্যক বিলুপ্তপ্রায় সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির উদ্ধার করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের কল্যাণ সাধন করিতেছেন, পরিষদও সেইরূপ বাঙ্গালার বিলুপ্তপ্রায় পুঁথি বা পাণ্ডুলিপির উদ্ধার করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধন করেন, ইহাই প্রস্তাবকদিগের অভিপ্রায়। পরিষদ তাঁহাদিগের অভিপ্রায়কে সর্ব্বাংশে হিতকর বিবেচনা করিয়া পুঁথি সংগ্রহ কার্য্যে উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন।

পুস্তকালয়।

পরিষদের চতুর্থ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ, একটি বিস্তৃত পুস্তকালয় স্থাপনার্থ একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন। পরিষদে দিন দিন যেরূপ শিক্ষিত লোকসমূহের সমাগম হইতেছে, এবং পরিষদ বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজের উপর ক্রমশঃ যেরূপ শক্তি বিস্তার করিতেছেন, তাহাতে পরিষদের একটি পুস্তকালয় হওয়া একান্ত আবশ্যক, এই কথা প্রস্তাবকর্ত্তা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। পরিষদ যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া তাঁহার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন, এবং পরিষদের যে সকল সভ্য গ্রন্থকার আছেন, আপাততঃ তাঁহাদিগের নিকট হইতে পুস্তক উপহার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া পুস্তকালয়ের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। গ্রন্থকার ভিন্ন পরিষদের কোন কোন সদাশয় সভ্যও কতকগুলি পুস্তক প্রদান করিয়াছেন। আর্থিক অবস্থা কথঞ্চিৎ স্বচ্ছল হইলেই পরিষদ পুস্তকালয় সম্বন্ধে বিশেষভাবে মনোযোগ প্রদান করিবেন।

সভাপতি।

সভাপতি মহাশয় একটি ভিন্ন পরিষদের সকল অধিবেশনেই উপস্থিত ছিলেন। উচ্চতর রাজপদে নিযুক্ত থাকিয়া এবং বহুকার্য্যভার গ্রহণ করিয়াও পরিষদের কল্যাণের নিমিত্ত যখন যাহা আবশ্যক হইয়াছে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা সমাধা করিয়া দিয়াছেন। অধিক কি,—পরিষদের প্রসার যে এত অল্প সময়ের ভিতর এতদূর হইয়াছে, সভাপতি মহাশয়ের আন্তরিক অনুরাগই তাহার প্রধান কারণ।

সহকারী সভাপতি।

সহকারী সভাপতিদ্বয়ও পরিষদের উন্নতির নিমিত্ত যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়াছেন। অধিবেশনে উপস্থিতি ভিন্ন সৎপরামর্শ দান ও পত্রিকার নিমিত্ত প্রবন্ধ রচনা করিয়া তাঁহারা পরিষদকে উপকৃত করিয়াছেন।

সম্পাদক।

প্রথমে মিষ্টার এল লিওটার্ড এবং শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পরিষদের সম্পাদক পদে নিয়োজিত হয়েন। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পরিষদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনে যারপর নাই পরিশ্রম ও যত্ন করিয়াছেন। তাঁহার যত্নে পরিষদের উন্নতির সূত্রপাত হইয়াছে। এজন্য পরিষদ্ তাঁহার প্রতি যথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন। ষষ্ঠ অধিবেশনে মিষ্টার এল লিওটার্ড সম্পাদকের ও ধনরক্ষকের পদ পরিত্যাগ করিলে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ, কে তাঁহার পদে অন্যতর সম্পাদকরূপে নিযুক্ত করা হয়। তিনি সম্পাদকের কার্য্য ভিন্ন পত্রিকার নিমিত্ত প্রবন্ধ রচনা করিয়াও পরিষদকে উপকৃত করিয়াছেন।

পত্রিকা সম্পাদক।

পত্রিকা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত যাহাতে পত্রিকায় উৎকৃষ্ট ও সারগর্ভ প্রবন্ধ সকল প্রকাশিত হয়, পত্রিকার গৌরব রক্ষিত হয়, এবং পত্রিকা যথাসময়ে প্রকাশিত হয়, তন্নিমিত্ত আপনার স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়াও প্রকৃত পরিশ্রম করিয়াছেন। ফলতঃ পরিষদ তন্নিমিত্ত তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা সূত্রে নিবদ্ধ আছেন।

ধনরক্ষক।

মিষ্টার এল লিওটার্ড ধনরক্ষকের পদ পরিত্যাগ করিলে শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ তালুকদারকে ঐ পদে নিযুক্ত করা হয়। তিনি চাঁদা আদায়, হিসাব রক্ষা, এবং কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির নিকট তিন মাস অন্তর হিসাব দেওয়া প্রভৃতি কার্য্য নিয়মিতরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন।

গ্রন্থরক্ষক।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ তালুকদার গ্রন্থরক্ষকের কার্য্যও অতীব সুশৃঙ্খলা সহকারে নির্ব্বাহিত করিয়াছেন। অধিক কি, তিনি ধনরক্ষক ও গ্রন্থরক্ষকের পদে নিযুক্ত থাকিয়া পরিষদের উন্নতির নিমিত্ত যেরূপ নিঃস্বার্থভাবে ও অকপট হৃদয়ে পরিশ্রম করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবেন।

পরিষদের সপ্তম অধিবেশনে শ্রীযুক্ত সারদারঞ্জন রায় এম, এ, এবং শ্রীযুক্ত রজনীনাথ রায় এম, এ, এই দুই জনকে পরিষদের আয়ব্যয়-পরীক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়। তাঁহারা উভয়েই আয়ব্যয় পরীক্ষার কার্য্য নিয়মিতরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন। বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত রজনীনাথ রায় এম, এ, গবর্ণমেণ্টের আয়ব্যয়-সংক্রান্ত উচ্চতর পদে নিযুক্ত থাকিয়া পরিষদের ক্ষুদ্র আয়ব্যয় পরীক্ষা কার্য্যে যেরূপ আনন্দের সহিত সময়ক্ষেপ করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত পরিষদ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ না হইয়াই থাকিতে পারেন না।

আয়ব্যয় পরীক্ষক।

পরিষদের উপস্থিত সভ্যসংখ্যা ২০১ দুই শত এক জন। ইহার মধ্যে বিশিষ্ট সভ্য দশ জন আছেন। বিশিষ্ট সভ্যের সংখ্যা বাদ দিলে পরিষদের সভ্যসংখ্যা ১৯১ জন থাকে। বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচারের ২৯ উনত্রিশ জন সভ্য লইয়া পরিষদের কার্য্যারম্ভ হয়। তাহার পর তৃতীয় অধিবেশন হইতে উপর্য্যুপরি অধিবেশন সমূহে একশত বাষট্টি জন সভ্য বৃদ্ধি হইয়াছে। তৃতীয় অধিবেশনে ২৭ সাতাইশ, চতুর্থ অধিবেশনে ১০ দশ, পঞ্চম অধিবেশনে ২৩ তেইশ, ষষ্ঠ অধিবেশনে ২৩ তেইশ, সপ্তম অধিবেশনে ১৫ পনর, অষ্টম অধিবেশনে ৩০ ত্রিশ, নবম অধিবেশনে ১৭ সতর, এবং অদ্যকার অধিবেশনে ১৭ সতর জন মোট ১৬২ জন সাহিত্য পরিষদের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। আশা করা যায় যে, এইরূপ ভাবে পরিষদের সভ্যসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইবে।

সভ্যসংখ্যা।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকদিগকে পরিষদের বিশিষ্ট সভ্যশ্রেণীভুক্ত করিবার নিয়ম আছে। বিশিষ্ট সভ্যের সংখ্যা অনধিক বার জন। ইহার ভিতর দশ জনকে বিশিষ্ট সভ্যরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। এই দশ জনের ভিতর Sir William Hunter, Mr. John Beames, Sir Monier Williams, Sir George Birdwood, শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম, এ, বি, এল, এবং শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল, আছেন। সুতরাং বিশিষ্ট সভ্যের ভিতর চারিজন ইংরাজ এবং ছয় জন বাঙ্গালি আছেন। সুদূরবাসী হইলেও ইংরাজ চারিজন অনেক সময় সৎপরামর্শ

বিশিষ্ট সভ্য।

প্রদান করিয়া পরিষদকে উপকৃত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু বার্দ্ধক্য ভারে নিপীড়িত হইলেও পরিষদের উন্নতিকল্পে উৎসাহ ও হিতকর পরামর্শ প্রদান করিয়া আমাদিগকে বাধিত করিয়াছেন।

সভ্যের মৃত্যু।

অন্যতম সভ্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র লাহিড়ি অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করায় পরিষদ দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। তিনি অল্পদিন সংসৃষ্ট হইলেও পরিষদ তাঁহার নিকট অনেক বিষয়ে আশা করিয়াছিলেন।

বিগত এপ্রেল মাসের ২৯ শে তারিখে পরিষদের প্রথম অধিবেশন হয়।

আয়ব্যয়।

এই হেতু সে মাস হইতে আজ পর্যন্ত পরিষদের আয় ব্যয় নিম্নলিখিতরূপ হইয়াছে। সভ্যদিগের নিকট চাঁদার হিসাবে ৫৩৯৸০, প্রবেশিকার হিসাবে ৮৫৲, পত্রিকার মূল্য হিসাবে ৮৲, এবং গত বৎসরের মজুত ৭।৶০, মোট আয় ৬৪০৶০ এবং মোট খরচ ৬০৩।৵। অবশিষ্ট ৩৬।৵০ মজুত আছে। আয় ব্যয়ের বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। পরিষদের উপস্থিত মাসিক আয় ১০৭৵১০।

পরিষদের কার্য্যক্ষেত্র।

সংসারে যাহার কিছু করিবার আছে, সেই জীবিত থাকে। যাহার কিছু করিবার নাই,—সে জীবিত থাকে না। এই হেতু এক বৎসর কাল জীবিত থাকিতে দেখিয়া মনে হয় যে, বাঙ্গালা দেশে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ও কিছু করিবার আছে। বঙ্গদেশের সুশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের প্রায় সকলেই যাহার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিতেছেন, যাহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের সকলেই সময় ও অর্থ অম্লান বদনে দান করিতেছেন, এবং যাহার উন্নতিকল্পে দেশের এতগুলি সদস্য লোক মাসে মাসে সম্মিলিত হইতেছেন, তাহা যদি জীবিত না থাকে,—অথবা জীবিত থাকিয়া কিছু করিতে না পারে, তাহা হইলে আমাদিগের আর আশা কোথায়? ফল কথা, পরিষদ যখন বাঙ্গালা লেখকদিগের রচিত বাঙ্গালা গ্রন্থের আলোচনা করিবেন, এবং সংস্কৃত ও ইংরাজি ভাষায় লিখিত গ্রন্থের আলোচনাতেও রত হইবেন, তখন পরিষদের কার্য্যক্ষেত্র যে বিস্তৃত ও বহুল, তাহাতে আর সংশয় নাই। এই এক বৎসরের ভিতরেই আমরা ইহা কিয়ৎপরিমাণে বুঝিতে পারিয়াছি। কারণ প্রত্যেক অধিবেশনেই পরিষদের বিবেচনার্থ নানাস্থান হইতে

নানা প্রস্তাব আসিয়াছে। শক্তি বা সামর্থ্য সম্বন্ধে পরিষদ এখনও তাদৃশ অবস্থাপন্ন হয়েন নাই যে, সেই সমস্ত প্রস্তাব আপাততঃ কার্য্যে পরিণত করিতে সমর্থ হয়েন। সভ্যদিগের উৎসাহ, অনুরাগ ও অর্থানুকূল্য যতই প্রাপ্ত হইবে, পরিষদের কার্য্যক্ষেত্র দিন দিন ততই বিস্তৃত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। অবশেষে পরিষদের সভ্য, কর্ম্মকারক, সহানুভূতি-কারক ও অনুগ্রাহক-দিগকে যথাযোগ্য ধন্তবাদ ও প্রীতি সম্ভাষণ করিয়া প্রথম বৎসরের কার্য্য বিবরণ সমাপ্ত করা যাইতেছে। বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত মহারাজ-কুমার বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর,—যিনি আশ্রয়দাতা রূপে এই সাহিত্য-পরিষদরূপশিশুকে রক্ষা করিতেছেন, তাঁহার প্রতি একান্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশিত করিয়া নব উৎসাহ ও নব অনুরাগের সহিত পরিষদ দ্বিতীয় বৎসরে পদার্পণ করিতেছেন।

কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অনুমত্যনুসারে
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
সম্পাদক।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত,
সভাপতি।
২৪শে চৈত্র, ১৩০১ সন।

পরিষদের আয়ব্যয়।

(১৮৯৪ এর ১৬ই জুলাই হইতে বাঙ্গালা ১৩০১ চৈত্র পর্য্যন্ত।)

আয়।		ব্যয়।	
সভ্যগণের নিকট হইতে চাঁদার হিসাবে	৫৩৯৸৹	পত্রিকা ছাপান খরচ হিসাবে ১, ২ ও ৩ সংখ্যা	২৬৭৷/৹
প্রবেশিকার হিসাবে	৮৫৲	অন্যান্য ছাপা খরচ হিসাবে	২৪৮৶১০
পত্রিকার মূল্য হিসাবে	৮৲	ডাকটিকিট হিসাবে	৪৫৷৶৫
	৬৩২৸৹	কাগজ, কলম, ছুরি, কাঁচি ইত্যাদি হিসাবে	২৩৷/৹
ভূতপূর্ব্ব ধনরক্ষক শ্রীযুক্ত লিওটার্ড সাহেবের নিকট প্রাপ্ত	৭৷৶৹	গাড়ীভাড়া, ট্রামভাড়া ও নানাবিধ খরচ হিসাবে	২৫৲
	৬৪০৶৹	পিয়নের মাহিয়ানা হিসাবে	৩৮৲
বাদ খরচ	৬০৩৷/৹	সহঃ-সম্পাদকের মাহিয়ানা হিসাবে	৪০৲
	৩৬৷৵৹	চেয়ার, টেবিল, আলমারিয়া কেনা হিসাবে	৪৬৲
		কাগজে বিজ্ঞাপন হিসাবে	১২৲
		পুস্তক খরিদ হিসাবে	৫৲
		কৃত্তিবাসের রামায়ণের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ হিসাবে	২৮৲
		ভৌগোলিক পরিভাষা নির্ণয়ার্থ পুস্তক আদি ক্রয় হিসাবে	২৩৶১০
		বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা প্রচলন সম্বন্ধে পত্রাদি ছাপান হিসাবে	১৫৷/১৫
		প্রেসিডেন্সি কলেজে জমা	১০৲
			৬০৩৷/৹

শ্রীচন্দ্রনাথ তালুকদার,

অবৈতনিক ধনরক্ষক।

পরিষদের নিয়মাবলী।

১। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ বাঙ্গালা গ্রন্থ বা বাঙ্গালা-ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন।

২। বাঙ্গালা সাহিত্যানুরাগী যে কোন ব্যক্তি এক জন সভ্য কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত, অন্য কর্ত্তৃক সমর্থিত এবং উপস্থিত সভ্যবৃন্দের $\frac{2}{3}$ অংশ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন।

৩। সাধারণ সভ্য মাত্রকেই নির্ব্বাচিত হইবার সময় প্রবেশিকা এক টাকা, এবং প্রতি মাসে অন্যূন আট আনা করিয়া চাঁদা দিতে হইবে।

৪। খ্যাতনামা লেখকগণ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের বিশিষ্ট সভ্যরূপে পরিগণিত হইতে পারিবেন। কিন্তু উপস্থিত সভ্যের $\frac{3}{4}$ অংশ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইলে, প্রস্তাবিত বিশিষ্ট সভ্যের নাম পত্র দ্বারা সমস্ত সভ্যের নিকট প্রেরণ করা হইবে, এবং তাঁহাদের নিকট হইতে যে সকল পত্র পাওয়া যাইবে, তাহার $\frac{3}{4}$ অংশের সম্মতি অনুসারে সেই ব্যক্তিকে বিশিষ্ট সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত করা হইবে।

৫। সভ্যগণ মাসে একবার করিয়া সম্মিলিত হইবেন। সম্মিলনের স্থান ও সময় সম্পাদক কর্ত্তৃক যথাকালে বিজ্ঞাপিত হইবে। প্রয়োজন হইলে মাসিক অধিবেশন ব্যতীত বিশেষ অধিবেশনও হইবে।

৬। পরিষদের এক জন সভাপতি, তিন জন সহকারী সভাপতি, এক জন সম্পাদক এবং এক জন পত্রিকা-সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইবেন। সভাপতি, সহকারী-সভাপতিত্রয়, সম্পাদক ও পত্রিকা-সম্পাদক, এই ছয় জন ব্যতীত অন্য আট জন সভ্য লইয়া পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইবে।

৭। পরিষদ এক জন উপযুক্ত ব্যক্তিকে বেতনভোগী সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করিবেন। তিনি সহকারী-সম্পাদকের কার্য্য ভিন্ন পরিষদের ধনরক্ষক ও গ্রন্থরক্ষকের কার্য্যও করিবেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি তাঁহার কার্য্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিবেন।

৮। পত্রিকা-সম্পাদক সমালোচনার্থ গ্রন্থ প্রাপ্ত হইলে স্বয়ং সমালোচন করিবেন, অথবা পরিষদের অন্য সদস্য দ্বারা সমালোচনা করাইয়া লেখকের

নামে তাহা পত্রিকায় প্রকাশিত করিতে পারিবেন। অন্য প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা বা উল্লেখ সম্পাদক পত্রিকায় প্রকাশিত করিতে পারিবেন। সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, এরূপ গ্রন্থ সম্বন্ধে কোন লেখক বিস্তীর্ণ সমালোচনা লিখিয়া পাঠাইলে তাহাও প্রবন্ধরূপে প্রকাশ করিতে পারিবেন।

৯। পরিষদের পত্রিকা তিন মাস অন্তর বাহির হইবে। পত্রিকাতে পরিষদের কার্য্যবিবরণ, গ্রন্থসমালোচনা এবং সারবান প্রবন্ধাদি থাকিবে। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা পত্রিকার তত্ত্বাবধানের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

১০। পরিষদের পত্রিকা সভ্যেরা বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন। অপরে বাৎসরিক তিন টাকা মূল্য দিলে পাইবেন।

১১। পরিষদের কোন সভ্য ছয় মাস কাল চাঁদা প্রদান না করিলে, তাঁহাকে পত্র দ্বারা পরিষদের নিয়ম জানান হইবে, এবং পত্রপ্রেরণের পর এক মাস মধ্যে চাঁদা না দিলে তাঁহাকে সভ্যপদ হইতে বিচ্যুত করা হইবে।

পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ।

সভাপতি—মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, সি, এস্, সি, আই, ই।

সহকারী সভাপতি—শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম্, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত নবীন চন্দ্র সেন, এবং শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পত্রিকাসম্পাদক—শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

সহকারী-সম্পাদক, ধনরক্ষক ও গ্রন্থরক্ষক—শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ তালুকদার।

কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম, এ, বি, এল; শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর; শ্রীযুক্ত ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী; শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী এম, এ; শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল; শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু; শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়; এবং শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ।

পরিষদের সদস্য।

১।	শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর,	কলিকাতা।
২।	মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, এস্, সি, আই, ই,	"
৩।	শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত,	"
৪।	" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল,	"
৫।	" ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী,	"
৬।	" গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,	"
৭।	" ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী,	"
৮।	" সারদাপ্রসাদ দে,	"
৯।	" দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ,	"
১০।	" নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি, এ,	বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ।
১১।	" মতিলাল হালদার বি, এল,	কলিকাতা।
১২।	" জগচ্চন্দ্র সেন,	কুমিল্লা
১৩।	মাননীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,	কলিকাতা।
১৪।	শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস সি, আই, ই,	"
১৫।	" নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, ব্যারিষ্টার,	"
১৬।	" পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন,	"
১৭।	" দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,	"
১৮।	" মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,	"
১৯।	" সুন্দরীমোহন দাস এম, বি,	"
২০।	" মনোমোহন বসু,	"
২১।	" সাতকড়ি হালদার বি, এল,	রায়গ্রাম, দিনাজপুর।
২২।	" গোঁসাইদাস গুপ্ত,	কলিকাতা।
২৩।	" নন্দকৃষ্ণ বসু এম্, এ, সি, এস্,	"
২৪।	" দেবকিশোর মুখোপাধ্যায় এম্, এ,	"
২৫।	" ক্ষীরোদপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য এম্, এ,	"

২৬।	শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যাল এম, এ, সি, এস্,	বগুড়া।
২৭।	„ চারুচন্দ্র ঘোষ,	কলিকাতা।
২৮।	„ আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়,	„
২৯।	„ শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়,	বেলেতোর, বাঁকুড়া।
৩০।	„ চন্দ্রশেখর কালী এল্, এম্, এস্,	কলিকাতা।
৩১।	„ রাখালচন্দ্র সেন,	„
৩২।	„ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়,	„
৩৩।	„ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,	„
৩৪।	„ নবীনচন্দ্র সেন বি, এ (বিশিষ্ট),	„
৩৫।	মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, ডি, এল,	
৩৬।	শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ,	„
৩৭।	„ শারদারঞ্জন রায় এম্, এ,	„
৩৮।	„ দীননাথ সেন, স্কুল ইন্‌স্পেক্টর,	ঢাকা।
৩৯।	„ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বি, এল,	হাবড়া।
৪০।	„ অমৃতলাল রায় (হোপ-সম্পাদক),	কলিকাতা।
৪১।	„ রাজনারায়ণ বসু (বিশিষ্ট),	দেওঘর।
৪২।	„ প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,	কলিকাতা।
৪৩।	„ প্রমথনাথ বসু বি, এস, সি,	„
৪৪।	Sir Monier Williams K. C. I. E. (বিশিষ্ট),	লণ্ডন।
৪৫।	শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল,	বরাহনগর।
৪৬।	Sir William Hunter K. C. S. I. (বিশিষ্ট),	লণ্ডন।
৪৭।	শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ,	কালিকাপুর, কাটোয়া।
৪৮।	„ রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী এম্, এ,	কলিকাতা।
৪৯।	„ অবিনাশচন্দ্র দাস এম্, এ, বি, এল,	আজিমগঞ্জ, মুরশিদাবাদ।
৫০।	„ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল্, (বিশিষ্ট)	খিদিরপুর।
৫১।	„ যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ,	
৫২।	John Beames Esqr. (বিশিষ্ট),	লণ্ডন।
৫৩।	শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে,	কলিকাতা।

৫৪। শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্, কলিকাতা।
৫৫। „ কালীপ্রসন্ন ঘোষ (বিশিষ্ট), ঢাকা।
৫৬। „ কৃষ্ণবিহারী সেন এম, এ, কলিকাতা।
৫৭। „ চন্দ্রনাথ বসু এম্, এ, বি, এল্ (বিশিষ্ট)
৫৮। „ গোবিন্দলাল দত্ত,
৫৯। „ নিত্যকৃষ্ণ বসু এম, এ,
৬০। Sir George Birdwood K. C. I. E. (বিশিষ্ট), লণ্ডন।
৬১। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (সাহিত্য-সম্পাদক), কলিকাতা।
৬২। „ শরচ্চন্দ্র চৌধুরী বি, এ (শিক্ষাপরিচর-সম্পাদক), উত্তরপাড়া।
৬৩। „ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (বিশিষ্ট), কলিকাতা।
৬৪। „ মথুরানাথ সিংহ বি, এল, বাঁকিপুর।
৬৫। „ পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ এম, এ, বি, এল, „
৬৬। „ নবীনচন্দ্র দাস এম, এ, নদীয়া।
৬৭। „ যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম, এ, রঙ্গপুর।
৬৮। „ শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, চাঁইবাসা।
৬৯। „ শ্রীশচন্দ্র বিশ্বাস বি, এল্, কলিকাতা।
৭০। „ ক্ষীরোদনাথ সিংহ এম, এ, বি, এল, তমোলুক।
৭১। „ ললিতচন্দ্র মিত্র এম, এ, কলিকাতা।
৭২। „ শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এল,
৭৩। „ হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়,
৭৪। „ বিপিনবিহারী গুপ্ত এম, এ,
৭৫। „ বরদাকান্ত সেন গুপ্ত,
৭৬। „ কৈলাসচন্দ্র দাস এম, এ,
৭৭। „ চণ্ডীচরণ সেন, ভবানীপুর।
৭৮। „ ভুবনকৃষ্ণ মিত্র, কলিকাতা।
৭৯। „ দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়, হালিসহর।
৮০। „ রাধানাথ মিত্র, কলিকাতা।
৮১। „ মনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ,

৮২। শ্রীযুক্ত রজনীনাথ রায় এম্, এ (ডেঃ কণ্ট্রোলার), ভবানীপুর।
৮৩। „ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (ট্রিবিউন্-সম্পাদক), লাহোর।
৮৪। „ চন্দ্রনারায়ণ সিংহ এম্, এ, ভাগলপুর।
৮৫। „ রায় শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর, „
৮৬। „ অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বর্দ্ধমান।
৮৭। „ রামলাল মুখোপাধ্যায় বি, এল, „
৮৮। „ সত্যতারণ মুখোপাধ্যায় বি, এ, „
৮৯। „ মন্মথকুমার বসু এম্, এ, „
৯০। „ প্রমদানাথ মুখোপাধ্যায় বি, এল, „
৯১। „ বঙ্কবিহারী সিংহ বি, এ, কাটোয়া।
৯২। „ শ্যামাধব রায়, কলিকাতা।
৯৩। „ অক্ষয়কুমার সেন, ঢাকা।
৯৪। „ দুর্গাদাস লাহিড়ী, কলিকাতা।
৯৫। „ নীলমণি মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, „
৯৬। „ অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত বি, এস্, সি, জব্বলপুর।
৯৭। „ নন্দলাল বাগচি বি, এ, তমোলুক।
৯৮। „ রমেশচন্দ্র দাস বি, এ, বরিশাল।
৯৯। „ কুমুদবন্ধু দাস বি, এ, ময়মনসিংহ।
১০০। „ বিপিনবিহারী দাস গুপ্ত বি, এল, বরিশাল।
১০১। „ অবিনাশচন্দ্র মিত্র বি, এল, সিউড়ি।
১০২। „ গিরীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, „
১০৩। „ হরিনারায়ণ মিশ্র, „
১০৪। „ নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বহরমপুর।
১০৫। „ লোকেন্দ্রনাথ পালিত সি, এস্, বরিশাল।
১০৬। „ চিত্তরঞ্জন দাস, ব্যারিষ্টার, কলিকাতা।
১০৭। „ আশুতোষ চৌধুরী এম্, এ, এল্, এল, বি, ব্যারিষ্টার, „
১০৮। „ নবীনচন্দ্র সেন কবিরাজ,
১০৯। „ শ্যামকুমুদ মুখোপাধ্যায়, রাজসাহী।

১১০। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা।
১১১। „ যতীন্দ্রনাথ বসু, „
১১২। „ শশধর রায় এম্, এ, বি, এল্, রাজসাহী।
১১৩। „ শরচ্চন্দ্র রায় বি, এল্, „
১১৪। „ ব্রজেন্দ্রনাথ দে এম এ ; সি, এস্, বালেশ্বর।
১১৫। „ বিহারীলাল গুপ্ত সি, এস্, বাখরগঞ্জ।
১১৬। „ দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ, কুমিল্লা।
১১৭। স্যার্ রমেশচন্দ্র মিত্র নাইট্, ভবানীপুর।
১১৮। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ, কলিকাতা।
১১৯। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম্, এ ; সি, এস্, হুগলী।
১২০। „ বরদাচরণ মিত্র এম্, এ ; সি, এস্, ফরিদপুর।
১২১। পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, কলিকাতা।
১২২। শ্রীযুক্ত দাশরথি ঘোষ এম্, এ, বি, এল্, হুগলি।
১২৩। „ নরেন্দ্রনাথ মিত্র বি, এল্, কলিকাতা।
১২৪। „ কুঞ্জবিহারী বসু বি, এ, „
১২৫। „ ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, খিদিরপুর।
১২৬। „ মুনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম্, এ, বি, এল, কলিকাতা।
১২৭। „ যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়,
১২৮। „ প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্, এ, বাঁকুড়া।
১২৯। „ হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি, এ, কলিকাতা।
১৩০। „ কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী, ময়মনসিংহ।
১৩১। কবিরাজ লক্ষ্মীনারায়ণ রায়, কলিকাতা।
১৩২। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বসু এম্, বি, „
১৩৩। „ শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, উত্তরপাড়া।
১৩৪। „ অক্ষয়কুমার মৈত্র বি, এল্, রাজসাহী।
১৩৫। „ কৃষ্ণলাল রায়, কলিকাতা।
১৩৬। „ মন্মথনাথ দত্ত এম্, এ, „
১৩৭। „ মতিলাল মল্লিক বি, এ, মেদিনীপুর।

১৩৮। শ্রীযুক্ত দামোদর মুখোপাধ্যায় এম্, আর্, এ, এস্, কলিকাতা।
১৩৯। „ মহেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার, রঙ্গপুর।
১৪০। „ অঘোরনাথ ঘোষ বি, এল্, বাঁকুড়া।
১৪১। „ তারাচরণ সেন, „
১৪২। „ নয়নাঞ্জন ভট্টাচার্য্য এম্, এ, „
১৪৩। „ কুলদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, „
১৪৪। ডাক্তার উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সিবিল সার্জ্জন, „
১৪৫। কুমার রামেশ্বর মালিয়া, জমিদার, সিয়ারসোল।
১৪৬। শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী, হাবড়া।
১৪৭। „ যোগীন্দ্রনারায়ণ রায়, কলিকাতা।
১৪৮। „ গোবিন্দচন্দ্র দাস এম্, এ, „
১৪৯। „ সারদাচরণ মিত্র এম্, এ, বি এল্, „
১৫০। „ যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্, এ, দিনাজপুর।
১৫১। „ অশ্বিনীকুমার দাস বি, এ, কুমিল্লা।
১৫২। „ মাখনলাল সিংহ, হাবড়া।
১৫৩। „ রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্, কলিকাতা।
১৫৪। „ জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় এম্, এ, বি, এল্, কৃষ্ণনগর।
১৫৫। „ ভবেন্দ্রনাথ দে, বি, এল্, কলিকাতা।
১৫৬। „ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, বি, এল্, কলিকাতা।
১৫৭। „ মন্মথচন্দ্র মল্লিক, „
১৫৮। „ হেমচন্দ্র মল্লিক, „
১৫৯। „ প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, „
১৬০। „ যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, „
১৬১। „ যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, „
১৬২। „ রায় রোহিণীকুমার সেনগুপ্ত, কীর্ত্তিপাশা, বরিশাল।
১৬৩। „ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সি, এস্, সেতারা।
১৬৪। „ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলিকাতা।
১৬৫। „ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এ,

১৬৬।	শ্রীযুক্ত বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর,	কলিকাতা।
১৬৭।	„ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর,	„
১৬৮।	„ রাজা স্যার্ শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, নাইট্,	„
১৬৯।	„ রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী,	মালদহ।
১৭০।	„ গোপালচন্দ্র মিত্র এল্, এম্, এস্,	হাবড়া।
১৭১।	„ মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য এম্, এ,	কলিকাতা।
১৭২।	„ অমৃতলাল মিত্র,	টালা।
১৭৩।	„ ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী এম্, এ,	ছাপরা।
১৭৪।	„ বরদাকান্ত চক্রবর্ত্তী,	বহর, ঢাকা।
১৭৫।	„ চন্দ্রনাথ তালুকদার,	কলিকাতা।
১৭৬।	„ কেদারনাথ বসু বি, এ,	„
১৭৭।	„ কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ,	রাজসাহী।
১৭৮।	„ রাজা রাজরাজেশ্বরীপ্রসাদ সিংহ বাহাদুর,	সুরাজপুর, আরা।
১৭৯।	„ হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্,	কলিকাতা।
১৮০।	„ রায় বাহাদুর কাশীনাথ বালকৃষ্ণ মরাঠে,	সেতারা।
১৮১।	„ জ্ঞানেন্দ্রলাল দে এম্, এ,	কলিকাতা।
১৮২।	„ হৃদয়রঞ্জন পাঁ এম্, এ,	হাবড়া।
১৮৩।	„ মন্মথনাথ মুস্তফি বি, এ,	কলিকাতা।
১৮৪।	„ মতিলাল দত্ত,	„
১৮৫।	„ দ্বিজেন্দ্রচরণ গুপ্ত,	„
১৮৬।	„ প্রফুল্লচন্দ্র বসু,	„
১৮৭।	„ আনন্দ চন্দ্র মিত্র,	„
১৮৮।	„ হরিসাধন মুখোপাধ্যায়,	„
১৮৯।	„ শরচ্চন্দ্র সরকার,	„
১৯০।	„ শারদশীল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,	„
১৯১।	„ প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্,	আন্দুলিয়া।
১৯২।	„ পণ্ডিত অনন্তবাপু যোশী শাস্ত্রী,	ধারোয়ার, পুনা।
১৯৩।	„ গোপালকৃষ্ণ ঘোষ বি, এল্,	চুবরাজপুর।

১৯৪।	শ্রীযুক্ত রায় নৃসিংহচন্দ্র দত্ত বাহাদুর,	হাবড়া।
১৯৫।	" কুমার প্রমথনাথ মালিয়া,	সিয়ারসোল।
১৯৬।	" রামদাস মৈত্র,	হাবড়া।
১৯৭।	" ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এম্, এ,	বহরমপুর।
১৯৮।	" অবিনাশচন্দ্র বসু এম্, এ,	বৰ্দ্ধমান।
১৯৯।	" লালগোপাল চক্রবর্ত্তী এম্, এ,	কলিকাতা।
২০০।	" কালিদাস মল্লিক এম্, এ,	বৰ্দ্ধমান।
২০১।	" প্যারীলাল হালদার এম্, এ, বি এল্,	কলিকাতা।
২০২।	" উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,	হাবড়া।
২০৩।	" সুরেশচন্দ্র সেন এম্, এ,	হুগলি।